③ আদেশের ঐক্য বা Unity of Command :→

⇒ প্রশাসনের একটি মৌলিক উপাদান হল সংগঠন, সংগঠন হল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়। একই ব্যক্তিকে যদি একই সঙ্গে একাধিক আদেশের বশবর্তী হয়ে কাজ করতে হয় তাহলে সাংগঠনিক কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। এই অসুবিধা আরও বেশি করে দেখা দিতে পারে যদি একই কর্মচারীকে দুটি পরস্পর বিরোধী আদেশের অনুবর্তী হতে হয়। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলাই শুধু সৃষ্টি হবে না, ব্যাহত হবে প্রশাসনের মান তথা উৎকর্ষ, বাধাপ্রাপ্ত হবে সংগঠনের নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ। সংগঠনের এই বিনষ্টজনক প্রবণতা থেকে সংগঠন তথা প্রশাসনকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে অন্যতম হল আদেশের ঐক্য।

আদেশের ঐক্য বলতে বোঝায় একটি সংগঠনে একজন ব্যক্তি তার ঊর্ধ্বতন কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির কাছ থেকেই আদেশ পাবেন এবং কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির কাছেই তার কাজে সম্পর্কিত বক্তব্য জানাবেন। বিভিন্ন জনপ্রশাসনবিদ আদেশের ঐক্য সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।—

1) হেনরী ফেয়ল হলেন এই নীতির একজন মহৎ প্রবক্তা। তিনি বলেছেন, বা তাঁর মতে, আদেশের ঐক্য হল একজন কর্মচারী কেবলমাত্র একজন ঊর্ধ্বতনের আদেশ গ্রহণ করবেন এবং ওই ঊর্ধ্বতন কর্তৃত্ব কর্মচারীর কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করার ক্ষমতাকেই বোঝায়। নীচে ফেয়লের অভিমত একটি চক্রের সাহায্যে দেখানো হল:-

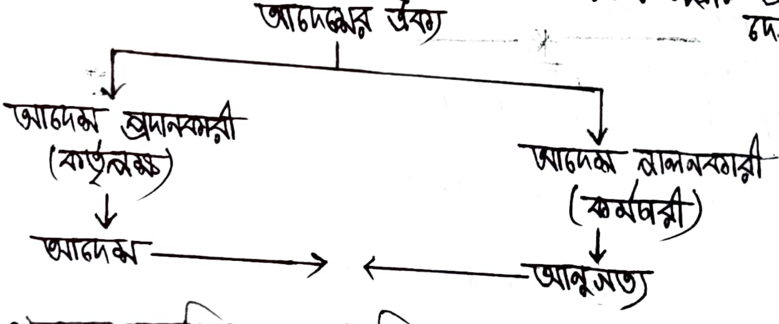

2) জনপ্রশাসনবিদ লুথার গালিক বলেছেন, আদেশের ঐক্য বলতে বোঝায় যারা আদেশপ্রাপ্ত তাদেরই, যারা আদেশ দিয়ে থাকে তারা নয়।

3) জনপ্রশাসনবিদ ফিফনার ও প্রেসথস-এর মতে, আদেশের ঐক্য বলতে বোঝায় যে সংগঠনের একজন সদস্য শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির কাছেই বা একজন নেতার কাছেই সব কথা জানাবে।

সুবিধাসমূহ:→

1) স্তরবিন্যস্ত সংগঠনে আদেশের ঐক্য দায়িত্বের সুষম বণ্টন করে থাকে। এক্ষেত্রে উচ্চতর কর্তৃত্ব ও অধস্তন কর্মীদের মধ্যে সুস্পষ্ট বোঝাপড়া ও দায়িত্ব কর্তব্যের লেনদেন থাকে।

2) প্রশাসনের ক্ষেত্রে আদেশের ঐক্য নীতি প্রযুক্ত হলে সংঘর্ষ এড়ানো যায়। এবং বিভিন্ন স্তরে সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও বিভিন্ন স্তরের কাজের সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও বিরোধ দূরীভূত হয়।

3) একক কর্তৃত্বের অধীনস্থ হলে কর্মীদের উপর পর্যবেক্ষণ ও তদারকি খুব সহজ হয়। ফলে সংগঠনের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। একজন কর্মী যদি বিভিন্ন প্রশ্নে বিভিন্ন জনের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন তবে তাদের কাছে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয়।

মতে, ক্ষমতা বৃদ্ধির বহু উপাদান আছে, তার মধ্যে একটি হল ~~আদেশের~~ আদে-শের ঐক্য,

2) ডিমক আদেশের ঐক্যনীতির সমালোচনা করেছেন, কারণ, আদেশের ঐক্য হল একটি কর্মী একটি ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির আদেশ মানবে, কিন্তু, আধুনিক সংগঠন ব্যবস্থা এত জটিল ও বিশাল যে আদেশের ঐক্যনীতিটি পুরোপুরি কার্যকর হয় না, বর্তমানকালে আদেশের ঐক্য নীতি ও আনুগত্যের চেয়ে সমন্বয় ও সহযোগিতার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

3) আন্তর্জাতিক সাংগঠনিক ধ্যান ধারনায় কর্মবিভাজন নীতির প্রয়োগ যেকোনো বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রশাসন ক্রমশ ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, দিন দিন শ্রমিক কর্মচারী-র সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আদেশের ঐক্য নীতির কার্যকারিতা হ্রাস পাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রযুক্তির প্রসারের কারণে বর্তমানসময়ে আদেশের ঐক্য ধারনার প্রাসঙ্গিকতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা এখন কর্মীদের ক্ষমতায়নের দিকে, তবুও বলা যায় যে, আদেশের ঐক্য বিভিন্ন দিক দিয়ে সমালোচিত হলেও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

——— * ———